যুগান্তর

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি-প্রোভিসি নিয়োগে অনীহা

আইন মেনে চলতে হবে

প্রকাশ : ০৫ মার্চ ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

সম্পাদকীয়

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম বারবার গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়। এসব অনিয়ম নিরসনে কর্তৃপক্ষ বিশেষ পদক্ষেপ নেয়ার পরও অনিয়মের দুর্নাম থেকে মুক্ত হতে পারছে না দেশের বেশকিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলছে অনিয়মের প্রতিযোগিতা। সোমবার যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের ১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি ও ৭৪টিতে প্রোভিসি নেই।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড সার্বক্ষণিকভাবে তত্ত্বাবধান করা হয় ভিসির নেতৃত্বে একদল বিচক্ষণ শিক্ষক ও কর্মকর্তার মাধ্যমে। এ অবস্থায় যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি ও প্রোভিসি নেই সেসব প্রতিষ্ঠান কী করে পরিচালিত হয়, এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

আইনের দৃষ্টিতে ভিসি হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বা রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি, যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এ নিয়ম না মেনে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টি (বিওটি) 'ডেজিগনেটেড' নামে ভিসি নিয়োগ দিয়ে থাকেন। দেশে বর্তমানে মোট ১০৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চালু আছে ৯৫টি।

এসবের মধ্যে ভিসি আছেন ৭৭টিতে, প্রোভিসি আছেন ২১টিতে। আইন অনুযায়ী একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ অবশ্যই থাকতে হয়। এই তিন কর্মকর্তা আছেন মাত্র ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রোভিসির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ দীর্ঘদিন শূন্য থাকার বিষয়টি বিবেচনায় নিলেই অনুমান করা যায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা কতটা হযবরল। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায় করার পরও বিনিময়ে তাদের যথাযথ শিক্ষা প্রদান না করার বিষয়টি দুঃখজনক।

কর্তৃপক্ষ বারবার তাগিদ দেয়ার পরও সংশ্লিষ্টরা কেন ভিসি ও প্রোভিসির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে পূর্ণকালীন অধ্যাপক বা শিক্ষাবিদ নিয়োগ দেয়ার পরিবর্তে 'ডেজিগনেটেড' অথবা 'ভারপ্রাপ্ত' ব্যক্তিকে দিয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানোর চেষ্টা করছেন- এ রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়া জরুরি।

একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৭ বছর ধরে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত ভিসি নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাহীন ব্যক্তিকে ভিসি পদে নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। উল্লেখ্য, অনুগত ব্যক্তি ভিসি পদে নিয়োগ পেলে উদ্যোক্তারা স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ পান।

এ অবস্থায় ভিসি ও প্রোভিসিসহ অতি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরাজমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির লাগাম টানতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আমরা আশা করব, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাসহ এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অন্যান্য আইন যথাযথভাবে মেনে চলবে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।